উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৩০ আশ্বিন ১৪২৭ শনিবার ৪.০০ টাকা 17 October 2020 Saturday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

SLG + JAL

Find us on
নিউজ@9
https://www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

ভারতের থেকে ভালো করোনা সামলেছে পাকিস্তান

আটের পাতায়

তৃণমূল–বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত এনজেপি

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : পুজোর মুখে রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন এবং সংলগ্ন এলাকা। ট্রেনে জল সরবরাহ করবে কে, এই কাজিয়ায় তৃণমূল এবং বিজেপি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ায় শুক্রবার দিনভর এলাকা উত্তপ্ত থাকল। কার্যত অঘোষিত বনধে চলে যায় গোটা এলাকা। এমনকি বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে সন্ধ্যায় পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব মিছিল করার পরেও স্বাভাবিক হয়নি এলাকা। অধিকাংশ হোটেল–দোকান ছিল বন্ধ। পুলিশ পিকেট থাকার পরেও স্থানীয়রা আতঙ্কিত। যথারীতি ঘটনার জন্য দুই পক্ষই পরস্পরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে। মন্ত্রী গৌতমবাবু বিজেপির উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'ডাবগ্রাম–ফুলবাড়ি এলাকায় কখনোই রাজনৈতিক সংঘর্ষ বা কোনওরকম হাঙ্গামা হয়নি। তাই যাঁরা যে ভাষায় কথা বলেন, যে ভাষা বোঝেন, তাঁদের সেই ভাষাতে প্রত্যাঘাত করতে হবে। আমরা সেই আঘাত করব।' পালটা তোপ দেগেছে বিজেপিও। দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজু সাহা বলেন, 'কাটমানিতে কোপ পড়ায় সুপরিকল্পিতভাবে তৃণমূল হামলা চালিয়েছে। হামলা হয়েছে বাঁশ, লোহার রড দিয়ে। এমনটা চলতে থাকলে সাধারণ মানুষই জবাব দেবেন।'

বরাত নিয়ে বিরোধ চলছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। শুক্রবার সেই বিরোধ পরিণত হল রাজনৈতিক সংঘর্ষে। ঘটনায় জখম হলেন চার–পাঁচজন। প্রত্যেকেই তাদের কর্মী বলে দাবি বিজেপির। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি ট্রেনে জল সরবরাহের বরাত পায় একটি ঠিকাদারি সংস্থা। যার ফলে কাজ হারান পুরানো ঠিকাদারি সংস্থার কর্মীরা। এই কর্মীদের কাজে নিতে হবে দাবি করে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি। কিন্তু সংস্থাটি ৩৫–৪০ জন কর্মীকে নেয়নি। এই ঘটনার জেরে শুক্রবার এনজেপি স্টেশনের ভিতরেই ঠিকাদারি সংস্থার বর্তমান কর্মীদের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। লোহার রড, বাঁশ দিয়ে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। সম্প্রতি বিজেপিতে যোগ দেওয়া ধর্মরাজ রায়ের ওপরও হামলা চালানো হয়। আরপিএফ কর্মীরা কোনওরকমভাবে পরিস্থিতি সামাল দেন। হামলাকারীদের প্রত্যেকের হাতেই তৃণমূলের পতাকা ছিল বলে অভিযোগ। এই ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই পালটা হামলার ঘটনা ঘটে। নির্বিচারে ভাঙচুর চালানো হয় আইএনটিটিইউসি কার্যালয়ে। সেসময় তৃণমূলের অনেক নেতা–কর্মীকে পালিয়ে যেতে দেখা যায়। পুলিশি তাড়ায় হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। পুলিশকে মৃদু লাঠিচার্জ করতে হয় পরিস্থিতি সামাল দিতে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করে। এর কিছুক্ষণ পরেই আইএনটিটিইউসি–র জেলা সভাপতি অরূপরতন ঘোষকে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান তৃণমূলের জেলা সভাপতি রঞ্জন সরকার।

এরপর বারোর পাতায়

সাফল্যের পাসওয়ার্ড
পড়াশোনা
প্রতি রবিবার দু'পাতায়
এ সপ্তাহের বিষয়
মাধ্যমিক– ভূগোল
উচ্চমাধ্যমিক– বাংলা
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

পরিযায়ী মা ...

দেবীপক্ষ শুরু।। *কলকাতার একটি মণ্ডপে রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।*

র‍্যাশনের চাল বস্তায় ভরে পাচার হচ্ছে অবাধে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী ● শিলিগুড়ি

১৬ অক্টোবর : গরিব মানুষের জন্য র‍্যাশনে বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ শুরু করেছে সরকার। টানা লকডাউনে কাজ হারিয়ে বিপদে পড়া মানুষের অন্যতম সহায় সেই র‍্যাশন সামগ্রী। তবে সরকারি দপ্তর থেকে খাদ্যসামগ্রী বের হলেও গরিব মানুষের হাতে পৌঁছানোর আগেই তা পাচার হয়ে যাচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীদের হাতে। ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার (এফসিআই) গুদাম থেকে বের হওয়ার পর মাঝপথেই বস্তা বস্তা চাল চুরি হচ্ছে। চাল পাচারের এমনই বড়সড়ো চক্রের হদিস মিলেছে শিলিগুড়িতে। নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) রেলস্টেশন লাগোয়া জাবরাভিটার এফসিআই গুদাম থেকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ব্লক ও মহকুমাগুলিতে খাদ্যশস্য যায়। জাবরাভিটা থেকেই কারবার চালাচ্ছে পাচারচক্রটি। প্রতিদিন কয়েকশো বস্তা চাল চুরি হচ্ছে। এফসিআইয়ের গুদাম থেকে বের হওয়ার পরই চালের বস্তাভর্তি লরি চলে যাচ্ছে সুনির্দিষ্ট ঘাঁটিতে। সেখানে কয়েক মিনিটের মধ্যে লরি থেকে দুই–তিন বস্তা করে চাল নামিয়ে নিচ্ছে কারবারিরা। নামানোর সঙ্গে সঙ্গেই সেলাই খুলে চাল ভরে ফেলা হচ্ছে অন্য বস্তায়।

জাবরাভিটার ঘাঁটিতে লরি থেকে চাল নামানো হচ্ছে। ছবি : সৌরভ জোয়ারদার

তারপর ভ্যানরিকশা, ছোট পণ্যবাহী লরিতে তুলে সেগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে খোলাবাজারে। এনজেপি এলাকার কয়েকজন নেতার প্রত্যক্ষ মদতেই চাল চুরির চক্র রমরমা হয়েছে বলেই অভিযোগ।

জাবরাভিটার চারটি ঘাঁটিতে লরি থেকে চাল নামানো হচ্ছে। কোন লরি থেকে কোন ঘাঁটিতে চাল নামানো হবে তা নিয়ে চালকদের সঙ্গে আগে থেকেই সেটিং করে রাখছে কারবারিরা। সূত্রের খবর, দুটি চক্র সক্রিয় রয়েছে ওই এলাকায়। একটি চক্রের দুটি করে ঘাঁটি রয়েছে। পুলিশের নাকের ডগায় দীর্ঘদিন থেকে কীভাবে চাল পাচারের কারবার চলছে তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। এফসিআইয়ের গুদামের ১০০ মিটারের মধ্যেই রয়েছে চারটি ঘাঁটি। জাবরাভিটা আন্ডারপাস পার করে বাঁ–দিকে ঘুরলেই পাচারচক্রের প্রধান ঘাঁটি। সেখান থেকে খানিকটা দূরে ওই চক্রের আরেকটি ঘাঁটি রয়েছে। আন্ডারপাস পার করে যে রাস্তাটি ইস্টার্ন বাইপাসের দিকে গিয়েছে সেই রাস্তায় একটু এগোলেই জাবরাভিটা হাউজিং কমপ্লেক্সের দিকে আরেকটি রাস্তা গিয়েছে। দুই রাস্তার সংযোগস্থলেই টায়ার রিসোলিং–এর দোকানের কাছেই লরি থেকে বস্তা নামানো হচ্ছে। সেখান থেকে কয়েক মিটার দূরে একটি হনুমান মন্দির। সেই মন্দিরের কাছেই আরেকটি ঘাঁটিতেও লরি থেকে বস্তা নামানো ও বস্তা বদলের কাজ চলছে।

সূত্রের খবর, এফসিআইয়ের চুরির চালচক্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিলিগুড়ির নয়াবাজারের তিনজন ব্যবসায়ী। ওই ব্যবসায়ীরাই চুরির চাল কম দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করছে। নয়াবাজার থেকেই চাল চলে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের খোলাবাজারে। এফসিআইয়ের বস্তা বদলে কোন ব্র্যান্ডের বস্তায় চাল

এরপর বারোর পাতায়

পুজোয় সরকারি অনুদান

হিসেব নেওয়ার নির্দেশ কোর্টের

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : মাস্ক, স্যানিটাইজারের জন্য অনুদান দেওয়ার সাফাই দেওয়া কি রাজ্য সরকারের পক্ষে বুমেরাং হল? হাইকোর্টের শুক্রবারের রায়ে এই জল্পনাই ঘনীভূত হয়েছে। অনুদান নিয়ে কিছু কিছু ক্লাবেরও বিড়ম্বনা বাড়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করা হচ্ছে। আদালতের নির্দেশে অনুদানের ৭৫ শতাংশ টাকাই খরচ করতে হবে মাস্ক কেনা ও স্যানিটাইজেশনের খরচ বাবদ। শুধু খরচ করলে হবে না, খরচের হিসাব জমা দিতে হবে সরকারের কাছে। পরে আদালত সেই হিসেব খতিয়ে দেখতে পারে। সরকারি টাকায় পুজোর অনুদান কোনও আলংকারিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না বলে শুক্রবার স্পষ্ট করে দিয়েছে বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। মামলাটির কিন্তু চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করেনি হাইকোর্ট। বরং অন্তর্বর্তী রায় দিয়েছে। ওই রায় অনুযায়ী জনগণের করের টাকায় ৫০ হাজার টাকা অনুদানের ২৫ শতাংশ খরচ করা যাবে পুলিশ ও জনগণের মধ্যে সমন্বয়সাধনের কাজে। বাকি ৭৫ শতাংশ খরচ করতে হবে মাস্ক ও স্যানিটাইজারের খরচ বাবদ। ওই মামলায় আবেদনকারীর আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'আদালতের রায় অনুযায়ী সরকারি অনুদানের একটাকাও পুজোর কাজে খরচ করা যাবে না।'

কোর্টের রায় শোনার পর শিলিগুড়ির সেন্ট্রাল কলোনি দুর্গোৎসব কমিটির সম্পাদক রিপন সিনহা বলেন, 'করোনা নিয়ে সচেতনতার পরিকল্পনা আমাদের আগে থেকেই ছিল। মাস্ক ছাড়া কেউ মণ্ডপে প্রবেশ করতে পারবেন না। এছাড়া স্যানিটাইজার টানেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মণ্ডপও প্রতিদিন স্যানিটাইজ করা হবে।' জলপাইগুড়ির দিশারি ক্লাবের সম্পাদক অভিজিৎ মিত্র বলেন, 'আমরা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, পুজোয় মাস্ক বিতরণ করা হবে এবং দিনে দু'বার মণ্ডপ স্যানিটাইজ করা হবে। অনেক পুজো কমিটি রয়েছে যারা প্রথমে পুজো না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সরকারি অনুদান আসার পর তারা পুজো করার উদ্যোগ নিয়েছে। তাদের অসুবিধা হবে।'

আদালতের রায়

পুজোর অনুদান কোনও আলংকারিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না

৭৫ শতাংশ টাকা খরচ করতে হবে মাস্ক ও স্যানিটাইজারের জন্য

২৫ শতাংশ টাকা খরচ করা যাবে পুলিশের সঙ্গে মানুষের সমন্বয়সাধনের কাজে

ক্লাবগুলো নির্দেশিত পথে খরচ করল কি না তা রাজ্য সরকারকে খতিয়ে দেখতে হবে

খরচের হিসাব বুঝে নেওয়ার দায়িত্বও রাজ্য সরকারকে দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্টের বক্তব্য, 'ক্লাবগুলো অনুদানের টাকা আদালতের নির্দেশিত পথে খরচ করল কি না, তা রাজ্য সরকারকে খতিয়ে দেখতে হবে। ক্লাবগুলি খরচের হিসাব জমা দেবে রাজ্য সরকারকে। সরকার খরচের যাবতীয় নথিপত্র বুঝে নেবে।' জনস্বার্থে দায়ের করা আরেকটি মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট প্রশ্ন তুলেছে, মহামারি পরিস্থিতিতে কীভাবে ভিড় নিয়ন্ত্রণ হবে? এব্যাপারে রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ করছে? রাজ্য প্রশাসনকে ভিড় নিয়ন্ত্রণের গাইডলাইন প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়ে আদালত বলেছে, 'মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব এই গাইডলাইন তৈরি করে আদালতে জমা দেবেন।' এর আগে একই প্রশ্ন করেছিল আদালত। সেদিন অ্যাডভোকেট জেনারেল জানিয়েছিলেন, বিষয়টি পুলিশের নিয়ন্ত্রণাধীন। শুক্রবার সরকারের তরফে একই জবাব দেওয়া হলে বিচারপতিরা বলেন, 'সোমবারের মধ্যে মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবের তৈরি করা গাইডলাইন আদালতে জমা দিলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। মামলাটি এখনই শেষ করা হচ্ছে না।' আসানসোলে সিটু নেতা সৌরভ দত্ত পুজো কমিটিগুলিকে রাজ্য সরকারের অনুদান দেওয়া নিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলাটি দায়ের করেছিলেন।

এরপর বারোর পাতায়

সংক্রমণের ঊর্ধ্বগতিতে ফের প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছে কেন্দ্র

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : করোনাকালে রাজ্যে আবার আসছে কেন্দ্রীয় দল। পশ্চিমবঙ্গে সংক্রমণ বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক এই প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছে। শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন নিজেই টুইটে জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে এর আগেও কেন্দ্রীয় দল কোভিড চিকিৎসায় বেশ কয়েকটি সমস্যা চিহ্নিত করেছিল। আবারও রাজ্য সরকারকে কোভিড মোকাবিলায় সাহায্য করতে কেন্দ্রীয় দল যাচ্ছে।' জানা গিয়েছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, মোট ৫ রাজ্যে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় দল। প্রত্যেক রাজ্যের কেন্দ্রীয় দলে থাকবেন একজন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার অফিসার, একজন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং একজন ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য যে রাজ্যে কেন্দ্রীয় দল যাবে, সেগুলি হল কেরল, কর্ণাটক, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়। কেন্দ্রীয় দলের এই সফর নিয়ে আগেই বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'রাজ্য সরকার যে পরিমাণ কাজ করছে, তাতে আমাদের ভয়ের কিছু নেই। কেন্দ্রীয় দল এসে কী করবে? ফাঁকা কলসি বাজে বেশি।' আইএমএ–র রাজ্য সম্পাদক তথা তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, 'বিজেপি রাজ্যগুলির চেয়ে বাংলায় মহামারি মোকাবিলার কাজ অনেক ভালোভাবে হচ্ছে। ওরা এখানে না এসে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে যাচ্ছে না কেন?'

এর আগেও কেন্দ্রীয় দলের সফর ঘিরে কলকাতা ও দিল্লির চাপানউতোর চরমে উঠেছিল। কেন্দ্রীয় দলের সঙ্গে অসহযোগিতার অভিযোগ উঠেছিল রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে। যেজন্য তৎকালীন মুখ্যসচিব রাজীব সিনহাকে দফায় দফায় কড়া চিঠি লিখেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অজয় ভাল্লা। তখন ওই প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এবারও সফরের আগে পুরমন্ত্রীর মন্তব্যে আবার সংঘাতের জল্পনা উসকে উঠেছে।

পুর এলাকার পথশ্রীতে পঞ্চায়েতের ৭ রাস্তা

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : বেহাল রাস্তা নিয়ে অভিযোগ শুনতে শুনতে জলপাইগুড়ি পুরসভার রীতিমতো নাকাল অবস্থা হয়েছিল। তাই রাজ্য সরকারের তরফে পথশ্রী প্রকল্পে ১০টি রাস্তাকে সংস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে বলে জানতে পারার পর পুরসভা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু আড়ালে যে অন্য কিছু অপেক্ষা করে আছে তা কেই বা জানত! এই প্রকল্পে পুরসভার অন্তর্গত হিসাবে যে ১০টি রাস্তাকে বেছে নেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে সাতটিই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত বলে জানা গেলে পুরসভার অন্দরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। কী করে এমনটা হল বলে সংশ্লিষ্ট মহলে প্রশ্ন উঠেছে।

জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, 'পথশ্রী প্রকল্পের তালিকায় ১০টি রাস্তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তার মধ্যে সাতটিই পুরসভার অধীনস্থ নয়। সংলগ্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের রাস্তাকে পুরসভার রাস্তা হিসাবে দেখানো হয়েছে।

পথশ্রীর আওতায় এসেছে জলপাইগুড়ি শহরের বেহাল ক্লাব রোড। –সংবাদচিত্র

আমাদের ধারণা, ছাপার ভুলের জেরে এই সমস্যা হয়। পুর এলাকার সড়ক পরিষেবার মানোন্নয়নের বিষয়টি মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরে রাস্তার তালিকা পেশ করা হয়েছে।' পুরসভার আরও ১২টি রাস্তা এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বলে তাঁদের কাছে খবর রয়েছে। পাপিয়াদেবী এমনটাই জানিয়েছেন। জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পথশ্রী প্রকল্পে জলপাইগুড়ি পুরসভার রাস্তার তালিকা দেখে আমরা বিস্মিত। সুষ্ঠু পরিষেবার স্বার্থে নির্দিষ্ট জায়গায় দ্রুত এই ত্রুটি সংশোধনের দাবি জানানো হয়েছে।' জলপাইগুড়ি পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর সিপিএমের প্রদীপ দে বলেন, 'ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে ঠিকমতো অবগত না হয়ে এই প্রকল্পে কীভাবে রাস্তার তালিকা তৈরি করা হল তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। পুজোর আর মাত্র ক'টি দিন বাকি রয়েছে। পুজোর আগেই পুরসভার প্রয়োজনীয় রাস্তাগুলিকে এই প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে।'

পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় গ্রাম ও শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। জলপাইগুড়ি পুরসভা সূত্রে খবর, পথশ্রী প্রকল্পে এই পুরসভার ১০টি রাস্তা সংস্কারের জন্য আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করা হয়। এরপর বারোর পাতায়